فضائل القرآن الكريم والعمل به

কুরআনের ফজিলত ও আমল

আবু আহ্মাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

(লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব, দাঈ, আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার, বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব, বিশিষ্ট গবেষক, লেখক ও আলোচক- পিস টিভি বাংলা)

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

প্রকাশনায়

(কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী)

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার (মাদরাসা মার্কেটের সামনে), রাজশাহী

০১৭৩০৯৩৪৩২৫, ০১৯২২৫৮৯৬৪৫

আবু আহ্মাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

(বিশিষ্ট ইসলামী গবেষক, লেখক, দাঈ ও আলোচক, পিস টিভি বাংলা)

প্রকাশনায়

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে রচিত তথ্য সমৃদ্ধ কিতাব প্রকাশে সচেষ্ট ব্যতিক্রমধর্মী

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

রাণীবাজার, মাদরাসা (মার্কেটের সামনে), রাজশাহী।

০১৭৩০-৯৩৪৩২৫, ০১৯২২-৫৮৯৬৪৫

ওয়েব: http://wahidiyalibrary.blogspot.com

ইমেইল: wahidiyalibrary@gmail.com

প্রকাশনা কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ: মার্চ ২০১৫ ঈসায়ী।

ISBN 978-984-91018-0-2

9 789849 101802

নির্ধারিত মূল্য: ২৫ টাকা।

বাঁধাই: মা বুক বাইণ্ডার্স, রাণীবাজার, রাজশাহী। ০১৭১৯৪৫২১৫০

মুদ্রণ : দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী। ০৭২১-৭৭৪৬১২

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	লেখকের কলম	০৫
২	কুরআনের ফজিলত	০৭
৩	প্রথমত: সাধারণ ফজিলত:	০৭
৪	কুরআনের ফজিলতে প্রচলিত কিছু জাল ও দুর্বল হাদীস	১৩
৫	দ্বিতীয়ত: বিশেষ কিছু সূরা ও আয়াতের ফজিলত ও আমল	১৫
৬	➢ আ'ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম	১৫
৭	➢ বিসমিল্ল াহির রহমা-নির রহীম	১৫
৮	➢ সূরা ফাতিহা	১৬
৯	➢ সূরা বাকারা ও এর বিশেষ আয়াত	১৭
১০	➢ সূরা আল-ইমরান	১৮
১১	➢ সূরা হূদ	১৮
১২	➢ সূরা বনি ইসরাঈল:	১৮
১৩	➢ সূরা কাহাফ:	১৯
১৪	➢ সূরা ফাত্হ:	২০
১৫	➢ সূরা মূল্ক:	২০
১৬	➢ সূরা কাফিরূন:	২০
১৭	➢ সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস:	২০
১৮	সালাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা মিলানোর পদ্ধতি	২২
১৯	এক রাকাতে এক ধরনের সূরা একত্রে মিলানোর নিয়ম	২৩
২০	বিভিন্ন সূরা পড়ার সময় যা বলা সুন্নত	২৪

২১	(ক) যা সাব্যস্ত	২৪
২২	(খ) যা সাব্যস্ত না	২৫
২৩	সালাতে বিভিন্ন সূরা ও আয়াত পাঠের আমল	২৬
২৪	১. ফরজ সালাতে:	২৬
২৫	(ক) ফজরে:	২৬
২৬	(খ) জোহরে:	২৮
২৭	(গ) আসরে:	২৯
২৮	(ঘ) মাগরিবে:	৩০
২৯	(ঙ) এশায়:	৩১
৩০	(চ) জুমাতে:	৩১
৩১	২. নফল সালাতে:	৩২
৩২	(ক) সুনানে রাতেবা সালাত:	৩২
৩৩	১. ফজরের সুন্নতে:	৩২
৩৪	২. মাগরিবের সুন্নতে:	৩২
৩৫	(খ) তাহাজ্জুদ ও রাতের সালাতে:	৩২
৩৬	(গ) বিতর সালাতে:	৩৫
৩৭	(ঘ) ঈদের সালাতে:	৩৫
৩৮	(ঙ) এস্তেস্কার সালাতে:	৩৬
৩৯	সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাতে:	৩৬
৪০	জানাজার সালাতে:	৩৬
৪১	কুরআন কারীম পড়ার কিছু আদব	৩৭
৪২	কুরআন কেন্দ্রীক কিছু বিদাত	৪০
৪৩	যেসব সূরা ও আয়াতের ফজিলত প্রমাণিত না	৪৩

লেখকের কলম

সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর জন্য যিনি মানব জাতির দিশারী করে সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব আল-কুরআন নাজিল করেছেন। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর খালীল ও হাবীব মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি যাঁর জীবন চরিত্র ছিল সমস্ত কুরআনের বাস্তব চিত্র।

নিশ্চয়ই কুরআন আমাদের জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রদর্শক এবং শারীরিক ও মানসিক রোগের মহৌষধ।

আল্লাহ তা'য়ালা এ কুরআনকে পুতলি বা তাবিজ-কবচ বানিয়ে শিশু ও রোগীদের গায়ে ঝুলিয়ে রাখার জন্য নাজিল করেননি। কুরআন কবরস্থানে মৃতদের উপর পড়ে বাতিল পন্থায় মানুষের সম্পদ অর্জনের জন্য নাজিল হয়নি। কুরআনকে কোন বোর্ডে লিখে দেওয়ালে ঝুলিয়ে বা রক্ষাকবচ হিসেবে বেপর্দা নারীদের গলায় ঝুলিয়ে বরকতের জন্য অবতীর্ণ করা হয়নি। আর না অবতারণ হয়েছে তাবিজ-কবচ বানিয়ে ব্যবসা করার জন্য। আর না নাজিল করা হয়েছে খতম পড়ে মৃতদের নামে সওয়াব বখশানোর জন্য। আর না এ কুরআনকে পাঠানো হয়েছে নাবুঝে ও চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই পাঠ করার জন্য।

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা! এসবের জন্য কুরআন আসেনি। বরং কুরআন এসেছে তাকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করা ও দীপ্তমান আলোক বর্তিকা হিসাবে গ্রহণ করার জন্য। এ কুরআন নাজিল হয়েছে সারা বিশ্বের মানব কুলের জন্য সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শক হিসাবে। একে শরিয়াত, সিলেবাস ও মানুষ জাতির পূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করার জন্যই পাঠানো হয়েছে। নবী ﷺ বলেন:

" تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ "

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা ইহা মজবুত করে আঁকড়িয়ে ধরে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। আর তা হলো: আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নত।"[১]

১. হাদীসটি সহীহ, মুয়াত্তা মালেক: (২/৮৯৮) মাশা. হা: ১৫৯৪ ও হাকেম:(১/৯৩), মিশকাত হাএ. হা:১৮৬

আজ এক শ্রেণীর মানুষ কুরআন পাঠকারী কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। বরং কুরআন তাদের জন্য অভিশাপকারী।

এ কিতাব আমাদের জীবনের মূল ও শক্তির উৎস। তাই এর সাথে সম্পর্ক শুধুমাত্র মৃত্যুর সময় সূরা ইয়াসীন পড়ে সহজে মরার জন্য নয়? বরং কুরআনের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিখে নিয়মিত পাঠ, সঠিক অর্থ ও তাফসীর জানা, সঠিকভাবে আমল করা এবং তার সঠিক দা'ওয়াত ও তাবলীগ করা আমাদের প্রত্যেকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য।

আপনাদের খেদমতে এ বইটি উপহার কুরআনের সাহায্য, সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য। আর সঠিক আমল কিভাবে করবেন তার শিক্ষা দেওয়া উদ্দেশ্য। এ ছাড়া বাতিলদের পথ বন্ধ করা ও বিদাত থেকে মুসলিম সমাজকে সাবধান করা।

বইটির প্রথম প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিতে পড়লে অথবা কোন নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে জানালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব
১০/০৪/১৪৩৫হি:
১০/০২/২০১৪ইং

কুরআনের ফজিলত

প্রথমত: সাধারণ ফজিলত:

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ -لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾ (فاطر: ٢٩ – ٣٠)

১. "নিশ্চয় যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি যা রিজিক দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা করে, যাতে কখনও লোকসান হবে না। পরিণামে তাদেরকে আল্লাহ তাদের সওয়াব পুরোপুরি দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও বেশি দিবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।"[২]

عَنْ عُثْمَانَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».أخرجه البخاري.

২. উসমান ইবনে আফফান (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:"তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যদেরকে তা শিক্ষা দান করে।"[৩]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ».متفق عليه.

২. সূরা ফাতির:২৯-৩০
৩. বুখারী তাও. হা: ৫০২৭, আপ্র. হা: ৪৬৫৩, ইফা. হা: ৪৬৫৭, আবু দাউদ, আলএ. হা:১৪৫২, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা:২৯০৭, মিশকাত, হাএ. হা:২১০৯

৩. আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "সুদক্ষ কুরআন পাঠকারী (আখেরাতে) অনুগত সম্মানিত ফেরেশতা গণের সঙ্গে থাকবে। আর যে কুরআন পাঠ করে এবং তোতলায় ও পড়তে কষ্ট হয় তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব।"[৪]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:« اقْرَءُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ».أخرجه مسلم.

৪. আবু উমামা বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি: "তোমরা কুরআন পাঠ কর। কারণ কিয়ামতের দিন কুরআন তার বন্ধুদের জন্য (আল্লাহর নিকট) সুপারিশ করবে।"[৫]

عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ».أخرجه مسلم.

৫. উমার ফারুক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তা'য়ালা এই কুরআন দ্বারা এক জাতির উত্থান ঘটান এবং অপর জাতির পতন ঘটান।"[৬]

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لَا

৪. মুসলিম হাএ. হা:৭৯৮-২৪৪, সুনান ইবনে মাজাহ, তাও. হা: ৩৭৬৯, মিশকাত, হাএ. হা:২১১২,
৫. মুসলিম হাএ. হা:৮০৪-২৫২, মিশকাত, হাএ. হা:২১২০,
৬. মুসলিম হাএ. হা:৮১৭-২৬৯, সুনান ইবনে মাজাহ, তাও. হা:২১৮, মিশকাত, হাএ. হা:২১১৫,

رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ،وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ ».متفق عليه.

৬. আবু মূসা আশ'য়ারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে মুমিন কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ কমলা লেবুর মত, যার গন্ধ সুন্দর ও স্বাদ মজার। আর যে মুমিন কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ খেজুরের মত, যার কোন সুগন্ধি নেই ও স্বাদ মিষ্টি। আর যে মুনাফেক কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হলো তুলসী পাতার ন্যায়, যার সুগন্ধি আছে কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফেক কুরআন পাঠ করে না তার উদাহরণ মাকাল ফলের মত, যার কোন সুগন্ধি নেই এবং স্বাদও তিক্ত।"[৭]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ».متفق عليه.

৭.আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "দুইটি জিনিসে গিবতা (অন্যের ন্যায় কল্যাণ কামনা) করা জায়েজ। **(এক)** যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন, সে তা দ্বারা রাত-দিন আমল করে। **(দুই)** যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'য়ালা সম্পদ দান করেছেন, সে তা রাত-দিন (ভাল কাজে) খরচ করে।"[৮]

৭. বুখারী তাও. হা: ৫৪২৭, আপ্র. হা: ৫০২৪, ইফা. হা: ৪৯২০, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা: ২৮৬৫, ইফা. হা:, মিশকাত, হাএ. হা:২১১৪,

৮. বুখারী তাও. হা:৭৩-১৪০৯-৭১৪১-৭৫২৯, আপ্র. হা:৭৩, ইফা. হা:৭৩, সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা:১৯৩৬, ইফা. হা:, মিশকাত, হাএ. হা:২০২, মুসলিম হাএ. হা:৮১৫-২৬৬, সুনান ইবনে মাজাহ, তাও. হা:৪২০৮-৪২০৯,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ،وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ».أخرجه الترمذي.

৮. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করে তার একটি নেকি হয় আর প্রতিটি নেকি দশগুণ। আলিফ-লাম-মীমকে একটি অক্ষর বলব না। বরং আলিফ একটি অক্ষর, লাম একটি অক্ষর ও মীম একটি অক্ষর।"[৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:« يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا».أخرجه الترمذي

৯. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন কুরআনের অনুসারীকে বলা হবে: দুনিয়াতে যেমন কুরআন পাঠ করতে অনুরূপ পাঠ কর এবং ওপরে উঠ। তুমি সর্বশেষ যে আয়াত পাঠ করবে সেখানেই তোমার স্থান হবে।"[১০]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« إِنَّ للهِ أَهْلِينَ مِنْ النَّاسِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ:« هُمْ أَهْلُ الْقُرْآنِ أَهْلُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ ».أخرجه أحمد وابن ماجه.

৯. সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা:২৯১০, মিশকাত, হাএ. হা:২১৩৭,

১০. সহীহ আত-তিরমিযী, মাপ্র. হা:২৯১৪

১০. আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:"আল্লাহওয়ালা কিছু বিশেষ মানুষ আছে।" তারা (সাহাবাগণ) বললেন: হে আল্লাহর রসূল তারা কারা? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন:"তারা হলো আহলে কুরআন, তারাই আল্লাহওয়ালা এবং আল্লাহর বিশেষ লোক।"[১১]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: « مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ».رواه ابن خزيمة والحاكم.

১১. আবু উমামা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি রাতে দশটি আয়াত পাঠ করবে তার নাম গাফেলদের (অবহেলা প্রদর্শনকারীদের) অন্তর্ভুক্ত লেখা হবে না।"[১২]

عَنْ فَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ، وَتَمِيمٍ الدَّارِيِّ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ، كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ : اقْرَأْ وَارْقَ لِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةً، حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى آخِرِ آيَةٍ مَعَهُ، يَقُولُ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ لِلْعَبْدِ: اقْبِضْ فَيَقُولُ الْعَبْدُ بِيَدِهِ يَا رَبِّ أَنْتَ أَعْلَمُ، فَيَقُولُ بِهَذِهِ الْخُلْدَ، وَبِهَذِهِ النَّعِيمَ» رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن وفيه إسماعيل بن عياش عن الشاميين وروايته عنهم مقبولة عند الأكثرين.

১২. ফাযালা ইবনে উবাইদ ও তামীম দারী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তাঁরা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাত্রে দশটি আয়াত পাঠ করবে তার জন্য একটি কিনতার (কুইন্টাল সম্পদ) লেখা হবে। আর এক কিনতার দুনিয়া ও তার মাঝে যা আছে তার চাইতেও উত্তম। এরপর যখন কিয়ামতের দিন হবে তখন তোমার মহিয়ান গরিয়ান প্রতিপালক বলবেন: পড় এবং প্রতিটি

১১. সহীহুল জামে' হা:২১৬৫ ও২৫২৮ শাইখ আলবানী (রহ:) হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন
১২. হাদীসটি সহীহ লিগাইরহি, সহীহুত্তারগীব ওয়াত্তারহীব-আলবানী, (২/৮১) হা:১৪৩৬

আয়াতে একটি করে ধাপ ও মর্যাদা উপরে উঠ। এভাবে তোমার শেষ আয়াত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাও। এ ছাড়া তোমার মহান পালনকর্তা বান্দাকে বলবেন: মুষ্টিভরে নেও। বান্দা তার হাত ইশারা করে বলবে হে প্রতিপালক আপনি তো বেশি অবগত আছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: এ জান্নাতুলখুলদ ও জান্নাতুন্নাঈম গ্রহণ কর।"[১৩]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ:« أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ نُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ أَفَلَا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الْإِبِلِ».رواه مسلم.

১৩. উকবা ইবনে 'আমের (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বের হয়ে আসেন এ সময় আমরা সুফফাতে (মসজিদে নববীর পেছনে অবস্থিত মুসাফির খানা) ছিলাম। অত:পর তিনি বলেন:"তোমাদের মাঝে এমন কে আছ, যে প্রতিদিন সকালে বুতহান বা আকীক (স্থানে) গিয়ে সেখান হতে কোন পাপ ও আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়াই দুইটি করে উঁচু কুঁজের (মোটা-তাজা) উট নিয়ে আসবে?" আমরা বললাম, আমরা ইহা পছন্দ করি হে আল্লাহর রসূল। তিনি বললেন: "তোমাদের কেউ সকালে মসজিদে গিয়ে কিতাবুল্লাহ (আল্লাহর কিতাব) থেকে যদি দুইটি আয়াত শিখে বা পাঠ করে তবে তা তার জন্য দুইটি উটের চেয়েও উত্তম। আর তিনটি ও চারটি আয়াত তিনিটি ও চারটি উট হতে উত্তম। এরূপ আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে তার জন্য উটের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

১৩. হাদীসটি হাসান, সহীহুত্তারগীব ওয়াত্তারহীব-আলবানী, (২/১৫৪) হা:১৪৩৬

কুরআনের ফজিলতে প্রচলিত কিছু জাল ও দুর্বল হাদীস

১. যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং আমল করে কিয়ামতের দিন তার বাবাকে তাজ পরানো হবে-------। [হাদীসটি দুর্বল, সুনানে আবু দাউদ:২/৭০ মাপ্র. হা: ১৪৫৩]

২. যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে এবং তার হালাল-হারাম মেনে চলে সে তার পরিবারের যাদের জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে এমন দশজনকে সুপারিশ করে জান্নাতে নিবে। [হাদীসটি অতি দুর্বল, জামে' তিরমিযী: ৫/১৭১ হা: ২৯০৫]

৩. তোমাদের বাড়ীতে বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত কর। কারণ, যে বাড়ীতে কুরআন পড়া হয় না সে বাড়ীতে কল্যাণ কমে যায়, অনিষ্ট বেড়ে যায় এবং পরিবারে মানুষের সঙ্কীর্ণতা ও সঙ্কট নেমে আসে। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল জামে'-আলবানী হা/১১১৯]

৪. মুস্হাফ ছাড়া পড়লে এক হাজার মর্যাদা এবং মুস্হাফ থেকে পড়লে দুই হাজার মর্যাদা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল জামে'-আলবানী হা: ৪০৮১]

৫. তোমাদের কেউ আল্লাহর সাথে কথা বলতে চাইলে সে যেন কুরআন পাঠ করে। [হাদীসটি অতি দুর্বল, য'য়ীফুল জামে'-আলবানী হা: ২৯]

৬. কুরআনের প্রতিটি আয়াত জান্নাতের একটি করে মর্যাদা এবং তোমাদের ঘরের একটি করে চেরাগ। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল জামে'-আলবানী হা: ৪২০৯]

৭. কুরআনের এক মিলিয়ন ২৭ হাজার অক্ষর রয়েছে। অতএব, যে ব্যক্তি সবর করে ও সওয়াবের আশায় পড়বে তার জন্য প্রতিটি অক্ষরে একটি করে হূরুল'য়ীন স্ত্রী হবে। [হাদীসটি বাতিল, সিলসিলা য'য়ীফা-আলবানী হা: ৪০৭৩]

৮. কুরআনের হাফেজরা আল্লাহর অলি। এতএব, যারা তাদের সাথে শত্রুতা করে তারা আল্লাহর সাথে শত্রুতা করে। আর যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে তারা আহর সাথে বন্ধুত্ব রাখে। [হাদীসটি জাল, য'য়ীফুল জামে'-আলবানী হা:২৭৪৩]

৯. কুরআন বহনকারী ইসলামের ঝাণ্ডা বহনকারী। অতএব, যে তাকে সম্মান করল সে আল্লাহকে সম্মান করল। আর যে তাকে অসম্মান করল তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। [হাদীসটি জাল, য'য়ীফুল জামে'-আলবানী হা:২৬৭৫]

১০. এ কুরআন নাজিল হয়েছে দু:খ ও বিষণ্নতা নিয়ে। অতএব, যখন তোমরা কুরআন পাঠ কর তখন কান্না কর। আর যদি কান্না না আসে তবে কান্নার চেষ্টা কর এবং মধুর সুরে পড়। কারণ, যে মধুর সুরে কুরআন পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল জামে'-আলবানী হা: ২০২৫]

১১. সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো: যে কুরআন পড়ার সময় দু:খ করে। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল জামে'-আলবানী হা: ২০০]

১২. যার মধ্যে কুরআনের কিছু নেই সে বিরান (পরিত্যক্ত) ঘরের মত। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল জামে'-আলবানী হা: ১৫২৪]

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ কিছু সূরা ও আয়াতের ফজিলত ও আমল

➢ আ'ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম

"আ'য়ুযু বিল্লাহি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম" কুরআন পড়ার সময় পড়তে হবে। সূরা তাওবা ছাড়া সূরার প্রথম থেকে পড়লে আ'ঊযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ সহ পড়বে এবং কোন সূরার মধ্য হতে পড়লে শুধু আ'ঊযু বিল্লাহ পড়াই যথেষ্ট। কিন্তু যদি সাথে বিসমিল্লাহও পড়ে তবে জায়েজ আছে। ইহা নামাজের প্রথম রাকাতে বিসমিল্লাহর পূর্বে পড়তে হবে। আর বাকি রাকাতের শুরুতে পড়া জায়েজ রয়েছে। এক স্থানে একাধিক জন কুরআন পড়লে প্রথম ব্যক্তি পড়লেই চলবে বাকিদের পড়ার প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া রাগ হলে আ'ঊযু বিল্লা-হ পড়তে হবে তাতে রাগ চলে যাবে।

➢ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

১."বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম" সূরা নামালের একটি আয়াতের অংশ এবং অন্যান্য সূরার আয়াত নয় বরং দুইটি সূরার মাঝে পার্থক্য করার জন্য। আর সূরা তাওবাতে বিসমিল্লাহ নেই। এসব ব্যাপারে সকলেই এক মত। কিন্তু বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত কি না? এ বিষয়ে দ্বিমত রয়েছে। অধিকাংশ ইমামদের মতে আয়াত নয় আর কারো কারো মতে আয়াত। তবে সূরা তাওবা ছাড়া সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য সূরার পূর্বে পড়া উত্তম এ ব্যাপারে সকলে এক মত। সালাতে ফাতিহার আগে নি:শব্দে বিসমিল্লাহ পড়াই উত্তম তবে সশব্দে পড়াও জায়েজ রয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি সূরার শুরুতে নিরবে পড়তে হবে।

২. নিজে বা পশু হোঁচট খেলে "বিসমিল্লাহ" বলতে হবে। এতে শায়তান মাছির সমান হয়ে যায়।[১৪]

---

১৪. নাসাঈ, ত্বরানী, হাকেম, হাদীসটি সহীহ-সহীহুত্তারগীব ওয়াত্তারহীব-আলবানী: (৩/১১৮) হা: ৩১২৮

৩. যদি প্রয়োজনে কাপড় খুললে আওরাত প্রকাশ হয়, তবে "বিসমিল্লাহ" বলতে হবে। কারণ বিসমিল্লাহ বনি আদম ও শয়তানের দৃষ্টির মাঝের পর্দা।[১৫]

৪. সহবাসের সময় স্বামী বিসমিল্লাহ, আল্লাহুম্মা--- দোয়া পড়বে।[১৬]

আর স্ত্রীর জন্যও পড়া উত্তম। একজন ভুলে গেলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেবে।

৫. পানাহার ও ওযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়বে।[১৭] প্রতিটি কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হবে।[১৮]

➢ সূরা ফাতিহা:

(ক) ইহা একটি প্রদীপ ও জ্যোতি। আর এর প্রতিটি অক্ষরের বিনিময় দেওয়া হবে।[১৯]

(খ) কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা যার অনুরূপ সূরা তওরাতে, ইঞ্জিলে, জবুরে আর না কুরআনে নাজিল হয়েছে।[২০]

(গ) আল্লাহ তা'য়ালা এ সূরাটিকে সালাত বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২১]

(ঘ) এটি ঝাড়ফুঁকের সূরা।[২২]

(ঙ) এ সূরা ছাড়া কোন সালাতই হয় না।[২৩]

যে সালাতে এ সূরা পাঠ করা হয় না তা অপূর্ণ।[২৪]

---

১৫. সহীহুল জামে'-আলবানী, হা: ৩৬১০
১৬. বুখারী
১৭. বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ
১৮. বুখারী
১৯. মুসলিম
২০. বুখারী ও মুসলিম
২১. মুসলিম
২২. বুখারী
২৩. আবু দাউদ মাপ্র. হা:৮১৮ ও তিরমিযী
২৪. মুসলিম মাশা. হা:৯২৪

(চ) সালাতে এ সূরা পড়ার পরে সশব্দে কেরাত হলে শব্দ করে এবং নিরবে কেরাত হলে নি:শব্দে "আমীন" বলতে হবে। আর জামাতে হলে ইমামের সশব্দে আমীন শব্দ শুনে মুক্তাদীগণ জোরে আমীন বলবে। এর দ্বারা পূর্বের পাপরাজি ক্ষমা করে দেওয়া হবে।[২৫] আর সশব্দের সালাতে নিরবে আমীন বলার হাদীস দুর্বল।

➢ সূরা বাকারা ও এর বিশেষ আয়াত:

(ক) যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয় সেখান থেকে শয়তান ভেগে যায়।[২৬]

(খ) এ সূরা একটি প্রদীপ ও জ্যোতি এবং এর প্রতিটি অক্ষরের বিনিময় দেওয়া হবে।[২৭]

(গ) সূরা বাকারা তার সাথীর জন্য কিয়ামতের দিন মেঘমালা বা পাখির ঝাক হয়ে ছায়া দান করবে এবং সুপারিশ করবে। এ ছাড়া ইহা বরকতপূর্ণ যা ত্যাগ করলে রয়েছে আফসোস। আর বাতিলরা এর মোকাবেলা করতে পারে না।[২৮]

(ঘ) প্রতি ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করলে জান্নাতে প্রবেশের জন্য মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই বাধা থাকবে না।[২৯]

(ঙ) যে ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে সারা রাত একজন ফেরেশতা তাকে হেফাজত করবেন। আর সকাল পর্যন্ত শয়তান তার নিকটে পৌঁছতে পারবে না।[৩০]

২৫. তিরমিযী
২৬. মুসলিম
২৭. মুসলিম
২৮. মুসলিম
২৯. নাসাঈ, হাদীসটি সহীহ
৩০. বুখারী তাও. হা:২৩১১, ইফা. অনুচ্ছেদ ১৪৩৮

(চ) আবু মাসউদ আল-বাদরী (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্নিত রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ

যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাকারার শেষের দু'টি আয়াত পড়বে (সে রাতের সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদের জন্য) তা যথেষ্ট হবে।[৩১]

(ছ) যে ঘরে সূরা বাকারার শেষের দু'টি আয়াত তিন রাত পড়া হয়, শয়তান সে ঘরের নিকটেই যেতে পারে না।[৩২]

➢ সূরা আল-ইমরান:

সূরা আল-ইমরান তার সাথীর জন্য কিয়ামতে মেঘমালা ও পাখির ঝাক হয়ে ছায়া দান করবে এবং সুপারিশ করবে।[৩৩]

➢ সূরা হূদ:

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, হূদ ও তার বোন সূরাগুলো আমাকে বৃদ্ধ করে দিল। বোন সূরাগুলো হলো: সূরা ওয়াকি'য়াহ, মুরসালাাত, নাবা' ও তাকবীর।[৩৪]

➢ সূরা বনি ইসরাঈল:

(ক) كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ حَتى يَقْرَأَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সূরা বনি ইসরাঈল না পড়ে তার বিছানায় ঘুমাতেন না।[৩৫]

৩১. বুখারী তাও. হা:৪০০৮, আপ্র. হা:৩৭১১, ইফা. হা:৩৭১৫
৩২. তিরমিযী মাপ্র. হা:৩২৯৭ হাদীসটি সহীহ
৩৩. মুসলিম মাশা. হা:১৯১২
৩৪. তিরমিযী মাপ্র. হা:৩২৯৭, হাদীসটি সহীহ
৩৫. তিরমিযী মাপ্র. হা:২৯২০, হাদীসটি সহীহ

(খ) তিনি ﷺ প্রতি রাতে সূরা বনি ইসরাঈল ও সূরা জুমার পাঠ করতেন।[৩৬]

(গ) ইরবায বিন সারিয়াহ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا ينام حتى يقرأ المسبحات ويقول فيها آية خير من ألف آية

নবী ﷺ মুসাব্বিহাত সূরাগুলা না পড়ে ঘুমাতেন না। আর এগুলোর মধ্যে এমন একটি আয়াত আছে যা এক হাজার আয়াত অপেক্ষা উত্তম।[৩৭]

(ঘ) যে সকল সূরার শুরুতে 'সুবহানা' বা 'সাব্বাহা' বা 'ইউসাব্বিহু' শব্দ রয়েছে সেগুলোকে মুসাব্বিহাত সূরা বলা হয়। আর সেগুলো মোট সাতটি সূরা। যথা: সূরা বনি ইসলাঈল, হাদীদ, হাশর, স্বফ, জুমুআহ, তাগাবুন ও সূরা আ'লা।

➢ সূরা কাহাফ:

(ক) আবু দারদা (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) হতে বর্ণিত নিশ্চয় রসূল ﷺ বলেছেন-

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ

এ সূরার প্রথম বা শেষ হতে দশটি আয়াত হেফজ (মুখস্থ) করলে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ লাভ করা যাবে।[৩৮]

(খ) যে ব্যক্তি এ সূরাটি পড়বে কিয়ামতের দিন তার স্থান হতে মক্কা পর্যন্ত তার জন্য আলো হবে।[৩৯]

(গ) যে ব্যক্তি এ সূরাটি জুমার দিন পড়বে তার জন্য দুই জুমার মাঝে আলোকিত করা হবে।[৪০]

৩৬. আহমাদ, তিরমিযী মাপ্র. হা:২৯২০, হাদীসটি সহীহ, ইবনে নাসর সহীহ সনদে
৩৭. তিরমিযী মাপ্র. হা:৩৪০৯, আবু দাউদ, আহমাদ, হাদীসটি সহীহ
৩৮. মুসলিম মাশা. হা:১৯১৯, মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা:২১৭৬০
৩৯. সিলসিলা সহীহা-আলবানী: হা: ২৬৫১
৪০. হাদীসটি সহীহ, সহীহুত্তারগীব ওয়াত্তারহীব-আলবানী: হা: ৭৩৬

(ঘ) যে এ সূরাটি জুমার দিন পড়বে তার স্থান ও কা'বা ঘরের মাঝে আলোকিত হবে।[৪১]

➢ সূরা ফাত্হ:

নবী ﷺ বলেন: আমার নিকট এ সূরার প্রথম দু'টি আয়াত সমস্ত দুনিয়ার চেয়েও উত্তম।[৪২]

➢ সূরা মূল্ক:

(ক) এ সূরা তার সাথীর জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী হবে।[৪৩]

(খ) নবী ﷺ এ সূরাটি না পড়ে রাতে ঘুমাতেন না।[৪৪]

(গ) কবরের আজাব থেকে নাজাত দানকারী সূরা।[৪৫]

➢ সূরা কাফিরূন:

(ক) এ সূরা ঘুমানোর সময় পড়লে শিরক থেকে নিরাপদ লাভ করা যায়।[৪৬]

(খ) এ সূরাটি সমস্ত কুরআনের এক চতুর্থাংশ।[৪৭]

➢ সূরা এখলাস, ফালাক ও নাস:

(ক) সূরা এখলাস সমস্ত কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।[৪৮]

(খ) সূরা এখলাসের ভালবাসা জান্নাতে প্রবেশের কারণ হবে।[৪৯]

৪১. হাদীসটি সহীহ, সহীহুত্তারগীব ওয়াত্তারহীব-আলবানী: হা: ৭৩৬
৪২. আহমাদ, হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামে'-আলবানী: হা: ৫১২১
৪৩. সহীহ তিরমিযী–আলবানী, হা: ২৩১৫
৪৪. সহীহ তিরমিযী–আলবানী, হা: ২৩১৬
৪৫. সহীহুল জামে'-আলবানী, হা: ৩৬৪৩
৪৬. সহীহ তিরমিযী–আলবানী, হা: ২৭০৯
৪৭. হাদীসটি হাসান, সিলসিলা সহীহা-আলবানী, হা: ৫৮৬
৪৮. মুসলিম মাশা. হা:১৯২২, সহীহ তিরমিযী মাপ্র. হা:২৮৯৬, ২৮৯৯
৪৯. সহীহ তিরমিযী–আলবানী: হা: ২৩২৩

(গ) সূরা এখলাস দশবার পড়লে তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।[৫০]

(ঘ) সূরা এখলাসের পাঠকের জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

(ঙ) সূরা এখলাস ও মু'য়াওওয়াবিযাতাইন (সূরা ফালক ও নাস) সকাল-বিকাল পড়লে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকবে।[৫১]

(চ) সূরা এখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাসের অনুরূপ সূরা তওরাত, ইঞ্জিল, জাবুর ও কুরআনে নাজিল হয়নি।[৫২]

(ছ) নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি রাতে ঘুমানোর পূর্বে এ সূরা তিনটি পড়ে হাতে ফুঁকে মাথা হতে পা পর্যন্ত সমস্ত শরীরে তিনবার বুলিয়ে দিতেন।[৫৩]

(জ) প্রতি ফরজ সালাতের পর এ সূরা তিনটি পাঠ করা সুন্নত। ফজর ও মাগরিবে তিনবার ও বাকি সালাতে একবার করে পড়তে হবে।[৫৪]

(ঝ) নিজের ও বাচ্চাদের জিন ও ইনসানের বদনজর থেকে নিরাপদে থাকার জন্য সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করে ফুঁকতে হবে।[৫৫]

(ঞ) যে কোন সময় অসুস্থতা বোধ করলে এ তিনটি সূরা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করতে হবে।[৫৬]

---

৫০. সিলসিলা সাহীহা-আলবানী, হা:৫৮৯
৫১. সহীহ তিরমিযী–আলবানী হা: ২৮২৯
৫২. সিলসিলা সাহীহা-আলবানী, হা: ২৮৬১
৫৩. বুখারী তাও. হা:৫০৭০, আবু দাউদ মাপ্র. হা:৫০৫৬, মিশকাত হাএ. হা:২১৩২
৫৪. হাদীসটি সহীহ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সিলসিলা সহীহা-আলবানী ২/৬৪৫, সহীহ আবু দাউদ-আলবানী হা: ১৩৬৩
৫৫. হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামে'-আলবানী হা: ৪৯০২
৫৬. বুখারী হা:৪৬২৯ মুসলিম হা:৪০৬৬

সালাতে সূরা ফাতিহার পর সূরা মিলানোর পদ্ধতি

সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর অন্য সূরা বা আয়াত মিলানো সুন্নত ওয়াজিব নয়। একটি ছোট সূরা বা একটি বড় কিংবা ছোট তিনটি আয়াত মিলালে যথেষ্ট। নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা ফাতিহা পাঠের পরে একটু নিরব থাকতেন এরপর অন্য সূরা বা আয়াত মিলাতেন। তিনি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকভাবে সূরা বা আয়াত মিলিয়েছেন বা সমর্থন করেছেন। যথা:

ক) প্রতি রাকাতে পূর্ণ একটি সূরা পড়া।[৫৭]
খ) একটি সূরাকে ভাগ করে দুই রাকাতে পড়া।[৫৮]
গ) একই সূরাকে দুই রাকাতে পড়া। [আবু দাউদ ও বাইহাকী সহীহ সনদে]
ঘ) এক রাকাতে দুই ও তার অধিক সূরা পড়া।[৫৯]
ঙ) একটি সূরা মিলানোর পর প্রতি রাকাতে সূরা এখলাস পড়ে রুকু করা। ইহা কুবা মসজিদের ইমাম করতেন যা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থন করেছেন।[৬০]
চ) প্রতিটি রাকাতে সূরা এখলাস মিলানোর পর অন্য একটি সূরা পড়ে রুকু করা। ইহা একজন সাহাবী করলে তা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমর্থন করেছেন।[৬১]
ছ) জোহর ও আসরের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে অধিকাংশ সময় সূরা মিলানো এবং মাঝে মাঝে ছেড়ে দেয়া।[৬২]
জ) কোন সূরা না মিলিয়ে শুধু সূরা ফাতিহা পড়া।[৬৩]

---

৫৭. ইবনে নাসর ও ত্বহাবী সহীহ সনদে
৫৮. আহমাদ ও আবু ইয়া'লা
৫৯. বুখারী ও মুসলিম
৬০. বুখারী মু'য়াল্লাক ও তিরমিযী-সহীহ বলেছেন
৬১. বুখারী ও মুসলিম
৬২. বুখারী ও মুসলিম
৬৩. আবু দাউদ, সহীহ আবু দাউদ হা:৭৪৮

ঝ) প্রথম রাকাতে এক সূরার প্রথম বা মধ্য কিংবা শেষ থেকে কিছু আয়াত পাঠ করা। অনুরূপ দ্বিতীয় রাকাতেও পড়া। ইহা জায়েজ তবে নবী ﷺ কখনো অনুসরণ করেননি যা বর্তমানের অধিকাংশ ইমাম সাহেবগণ করে থাকেন।

ঞ) মাঝে-মধ্যে রাতের নামাজে একটি আয়াতকে বারবার পড়ে দীর্ঘ সময় কিয়াম করা।

এক রাকাতে এক ধরনের সূরা একত্রে মিলানোর নিয়মঃ

নবী ﷺ মুফাসসাল সূরার মধ্যে হতে একইরূপ সূরাগুলো একত্রে মিলাতেন। যেমন:

১. সূরা রাহমান ও সূরা নাজম এক রাকাতে এবং সূরা কামর ও সূরা হা-ক্কাহ অন্য রাকাতে।
২. সূরা তূর ও সূরা যারিয়াত এক রাকাতে এবং সূরা ওয়াকিয়াহ ও সূরা নূন অন্য রাকাতে।
৩. সূরা মা'আরিজ ও সূরা নাজি'আত এক রাকাতে এবং অন্য রাকাতে সূরা মুতাফফিফীন ও সূরা আবাসা।
৪. সূরা মুদাছছির ও সূরা মুজজাম্মিল এক রাকাতে এবং সূরা দাহার ও সূরা কিয়ামাহ অন্য রাকাতে।
৫. সূরা নাবা ও সূরা মুরসালাত এক রাকাতে এবং অন্য রাকাতে সূরা দুখান ও সূরা শামস।[৬৪]
৬. আর কখনো নবী ﷺ সাতটি তিওয়াল (লম্বা) সূরাগুলো হতে একত্রে মিলাতেন। যেমন: সূরা বাকারা, নিসা, আল-ইমরান এক রাকাতে রাতের সালাতে।[৬৫]

৬৪. বুখারী ও মুসলিম
৬৫. মুসলিম ও তাহাবী

বিভিন্ন সূরা পড়ার সময় যা বলা সুন্নত

ইহা ফরজ ও নফল সালাতে এবং বাইরে কুরআন পাঠকারীর জন্য বলা সুন্নত। এর মধ্যে কিছু আছে যা সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত আর কিছু সাব্যস্ত না।

➢ (ক) যা সাব্যস্ত

১. সূরা কিয়ামার ﴿أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى﴾ "আলাইসা যালিকা বিক্ব-দিরিন 'আলাা আয়ঁ ইউহ্য়িইয়াল মাওতাা" আয়াত পড়ে "সুবহানাকা ফাবালাা" পড়া।

২. সূরা আ'লার ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ "সাব্বিহিসম রাব্বিকাল আ'লাা" আয়াত পড়ে "সুবহানা রব্বিইয়ালআ'লাা" পড়া।[৬৬]

৩. সূরা রাহমানের "ফাবিআইয়্যি আালাায়ি রব্বিকুমাাতুকা যযিবান" পড়া শুনে নামাজের বাইরে হলে "লাা বিশাইয়িন মিন নি'য়ামিকা রব্বানাা নুকাযযিবু ফালাকালহামদ"বলা।[৬৭]

৪. মু'আয ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সূরা বাকারার শেষে "ফানসুরনাা 'আলালক্বওমিল কাফিরীন" পড়ে "আমীন" বলতেন।[৬৮]

৬৬. আবু দাউদ আলএ. হা :৮৮৩, মুসনাদে আহমাদ মাশা. হা:২০৬৬, মিশকাত আলএ. হা :৮৫৯ ও বাইহাকী-সহীহ সনদে
৬৭. হাদীসটি হাসান, সহীহুল জামে': হা: ৫১৩৮
৬৮. তাফসীর ইবনে কাসীর

➢ **(খ) যা সাব্যস্ত না”**

১. সূরা মুরসালাতের “ফাবিআইয়ি হাদীসিন বা‘দাহু ইউ‘মিনূন” পড়ে “আামান্নাা বিল্লাাহ” বলা। [হাদীসটি দুর্বল, য‘য়ীফুল জামে‘-আলবানী: হা: ৫৭৮৪]

২. সূরা তীনের শেষে “আলাইসাল্লাাহু বিআহকামিল হাাকিমীন” পড়ে “বালাা ওয়াআনাা ‘আলাা যাালিকা মিনাশশাহিদীন” বলা। [হাদীসটি দুর্বল, য‘য়ীফুল জামে‘-আলবানী: হা: ৫৭৮৪]

৩. সূরা গাশিয়ার শেষে “ফাসাওফা ইউহাাসাবু হিসাাবায়ঁ ইয়াসীরা” পড়ে “আাল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাবায়ঁ ইয়াসীরা” বলা। [ইহা সাব্যস্ত নয়] তবে নবী ﷺ ইহা সালাতের তাশাহহুদে পড়েছেন তা সাব্যস্ত। [আহমাদ ও হাকেম বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী ঐক্যমত পোষণ করেছেন]

৪. সূরা জুমু‘আর শেষে----- আল্লাহুম্মারজুকনা রিজকান--- পড়া সাব্যস্ত না।

সালাতে বিভিন্ন সূরা ও আয়াত পাঠের আমল

❖ ফরজ সালাতে:

➢ ফজরের:

১. নবী ﷺ ফজরের সালাতে তেওয়ালে মুফাসসাল[৬৯] থেকে পাঠ করতেন। আর কখনো সূরা ওয়াকি‘য়াহ ও অনুরূপ সূরা দুই রাকাতে তেলাওয়াত করতেন।[৭০]

২. তিনি ﷺ বিদায় হজ্বে সূরা তূর পাঠ করেন। [বুখারী ও মুসলিম] আর কখনো সূরা ক্ব–ফ ও অনুরূপ সূরা প্রথম রাকাতে পাঠ করতেন।[৭১]

৩. আর কখনো কেসারে মুফাসসাল থেকে যেমন: সূরা তাকবীর পাঠ করতেন।[৭২]

৪. একবার তিনি ﷺ সূরা জিলজাল দুই রাকাতেই পাঠ করেন।[৭৩]

---

৬৯. সঠিক মতে সূরা ক্ব–ফ হতে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলেকে মুফাসসাল সূরা বলা হয়। মুফাসসাল অর্থ পৃথক করা। এ সমস্ত সূরাগুলোর মাঝে বিসমিল্লাহ দ্বারা বারবার পৃথক করা হয়েছে বলে মুফাসসাল বলা হয়। ইহা তিন প্রকার:
(ক) তেওয়ালে (লম্বা) মুফাসসাল: সূরা ক্ব–ফ হতে সূরা নাবা পর্যন্ত
(খ) আওসাতে (মধ্যম) মুফাসসাল: সূরা নাবা হতে সূরা যুহাা পর্যন্ত
(গ) কেসারে (ছোট) মুফাসসাল: যুহা হতে সূরা নাস পর্যন্ত ।
আবার কেউ কেউ সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্তকে ‘তেওয়াল’, সূরা ত্ব–রিক থেকে সূরা বাইয়িনাহ পর্যন্তকে ‘আওসাত’ ও সূরা জিলজাল থেকে নাস পর্যন্তকে ‘কেসার’ বলেছেন।

৭০. আহমাদ, ইবনে খুজাইমাহ:১/৬৯/১ হাকেম সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী সম্মতি দিয়েছেন

৭১. মুসলিম ও তিরমিযী, ইরওয়াউল গালীল-আলবানী: হা:৩৪৫

৭২. মুসলিম ও আবু দাউদ

৭৩. আবু দাউদ ও বাইহাকী সনদ সহীহ।

৫. একবার সফরে তিনি ﷺ সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করেন।[৭৪]

৬. কখনো এরচেয়ে বেশি ৬০ আয়াত ও এরও অধিক পাঠ করেছেন।[৭৫]

কোন বর্ণনাকারী বলেন: ইহা এক রাকাতে না দুই রাকাতে জানি না।

৭. তিনি ﷺ সূরা রূম পাঠ করতেন।[৭৬]

৮. আর কখনো সূরা ইয়াসীন পাঠ করতেন।[৭৭]

৯. একবার মক্কায় তিনি ﷺ সূরা আল মু'মিনূন দ্বারা আরম্ভ করার পর মূসা ও হারূন (আলাইহিস্ সালাম) এর অথবা ঈসা (আলাইহিস্ সালাম) উল্লেখ আসলে [বর্ণনাকারী সন্দেহ করেন] কাশি শুরু হলে রুকু করেন।[৭৮]

১০. আর কখনো তিনি ﷺ সূরা স্বফফাত দ্বারা ইমামতি করতেন।[৭৯]

১১. আর জুমার দিন ফজরে প্রথম রাকাতে সূরা আলিফ-লাম-তানজীল সূরা সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা দাহর (ইনসান) পাঠ করতেন। যেমন হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ الم تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ

আর তিনি ﷺ প্রথম রাকাতে দীর্ঘ এবং দ্বিতীয় রাকাতে ছোট কেরাত করতেন।[৮০]

৭৪. আবু দাউদ ও ইবনে খুজাইমাহ: ১/৬৯/২, ইবনে আবী শাইবাহ:১২/১৭৬/১, হাকেম সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী সম্মতি দিয়েছেন
৭৫. বুখারী ও মুসলিম
৭৬. নাসাঈ, আহমাদ মাশা. হা:১৫৯১২, বাজ্জার সহীহ সনদে।
৭৭. আহমাদ সহিহ সনদে
৭৮. বুখারী ও মুসলিম
৭৯. আহমাদ, আবু ইয়া'লা তাঁর দুই মসনাদে এবং মাকদেসী তাঁর মুখতারাহতে
৮০. বুখারী তাও. হা:৮৯১, মুসলিম

(খ) জোহরেঃ

১. প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহাসহ আরো দু'টি সূরা পাঠ করতেন। আর প্রথম রাকাত যতটুকু লম্বা করতেন তা দ্বিতীয় রাকাতে করতেন না।[৮১]

২. আর কখনো এতো লম্বা করতেন যে, একামত হওয়ার পর কেউ বাকী'[৮২] নামক স্থানে গিয়ে হাজাত পুরা করে বাড়ীতে ফিরে এসে ওযু করে সালাতে শরিক হতেন। নবী ﷺ এত লম্বা করতেন যে এরপরেও প্রথম রাকাতেই থাকতেন।[৮৩] আর সাহাবা কেরাম ﷺ ধারণা করতেন যে, ইহা তিনি ﷺ করতেন যাতে করে মানুষ প্রথম রাকাতে অংশগ্রহণ করতে পারে।[৮৪]

৩. আর তিনি ﷺ প্রথম দুই রাকাতে প্রায় ৩০ আয়াত পরিমাণ পড়তেন। যেমন: সূরা সাজদাহ। এতে সূরা ফাতিহাও থাকত।[৮৫]

৪. আর কখনো সূরা ত্ব–রিক, সূরা বুরূজ, সূরা লাইল ও অনুরূপ সূরাগুলো পাঠ করতেন।[৮৬]

৫. আর কখনো সূরা ইনশিক্বাক ও অনুরূপ সূরা পাঠ করেছেন।[৮৭]

৬. আর সাহাবা কেরাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) জোহর ও আসরে নবী ﷺ এর কেরাত তাঁর দাড়ি মোবারক নড়াতে বুঝতে পারতেন।[৮৮]

৮১. বুখারী ও মুসলিম
৮২. মসজিদে নববীর অদূরে একটি স্থান যেখানে সেকালে মানুষ হাজাত পুরণ করতেন।
৮৩. মুসলিম ও বুখারী জুজউল ক্বেরাতে
৮৪. আবু দাউদ সনদ সহীহ ও ইবনে খুজাইমাহ:১/১৬৫/১
৮৫. আহমাদ মুসলিম
৮৬. আবু দাউদ, তিরমিযী-সহীহ বলেছেন ও অনুরূপ ইবনে খুজাইমাহ:১/৬৭/২
৮৭. ইবনে খুজাইমা তাঁর সহীহ ইবনে খুজাইমাতে:১/৬৭/২
৮৮. বুখারী ও আবু দাউদ

৭. তিনি ﷺ জোহরের শেষের দুই রাকাতেও সূরা-আয়াত মিলাতেন। তবে প্রথম রাকাত চেয়ে কম তথা অর্ধেক যা ১৫ আয়াত পরিমাণ।[৮৯]

৮. এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, শেষের দুই রাকাতে ফাতিহার সাথে সূরা বা আয়াত মিলানো সুসাব্যস্ত সুন্নত যা বেশির ভাগ সময় তিনি ﷺ করতেন। অতএব, এর জন্য সহু সেজদা ওয়াজিব মনে করা সঠিক নয়।

৯. আর কখনো শেষের দুই রাকাতে শুধুমাত্র ফাতিহা দ্বারাই যথেষ্ট করেছেন।[৯০]

১০. সাহাবা কেরাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) নবী ﷺ এর সূরা আ'লাা ও সূরা গাশিয়াহ পাঠের আওয়াজ শুনতে পেতেন।[৯১]

১১. আর কখনো তিনি ﷺ সূরা বুরূজ, সূরা ত্ব-রিক ও অনুরূপ সূরাগুলো পাঠ করতেন।[৯২]

১২. আর কখনো সূরা লাইল ও অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন।[৯৩]

(গ) আসরেঃ

১. তিনি ﷺ প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতিহা এবং আরো দু'টি সূরা মিলাতেন। আর প্রথম রাকাতে যতটুকু লম্বা করতেন তা দ্বিতীয় রাকাতে করতেন না।[৯৪] আর সাহাবা কেরাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) মনে করতেন যে, ইহা তিনি ﷺ মানুষ যাতে করে রাকাত ধরতে পারে সে জন্যেই করতেন।

৮৯. আহমাদ, মুসলিম
৯০. বুখারী ও মুসলিম
৯১. ইবনে খুজাইমাহ তাঁর সহীহতে:(১/৬৭/২) ও যিয়াা মাকদেসী তাঁর মুখতারাতে সহীহ সনদে
৯২. বুখারী তাঁর জুজউল কেরাতে ও তিরমিযী-সহীহ বলেছেন
৯৩. মুসলিম ও ত্বায়ালেসী
৯৪. বুখারী ও মুসলিম

২. তিনি প্রথম দুই রাকাতে প্রায় ১৫ আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন। অর্থাৎ- জোহরের প্রথম দুই রাকাতের অর্ধেক পরিমাণ। আর শেষের দুই রাকাতে প্রথম দুই রাকাতের চেয়ে কম তথা তারো অর্ধেক করতেন।[৯৫]

৩. আর কখনো শেষের দুই রাকাতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন। আর সাহাবা কোরাম (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) কখনো নবী ﷺ এর আয়াতের আওয়াজ শুনতে পেতেন।[৯৬]

৪. এ ছাড়া জোহরের সালাতে যে সূরাগুলো পাঠ করতেন তা আসরেও পাঠ করতেন।

(ঘ) মাগরিবেঃ

১. তিনি ﷺ মাগরিবে কখনো কেসারে মুফাসসাল পড়তেন।[৯৭]

২. আর সফরে দ্বিতীয় রাকাতে তিনি ﷺ সূরা ত্বীন পাঠ করেছেন।[৯৮]

৩. আর কখনো তিনি ﷺ তেওয়ালে মুফাসসাল ও আওসাতে মুফাসসাল হতে পাঠ করতেন। কখনো তিনি ﷺ সূরা মুহাম্মাদ পাঠ করতেন।[৯৯]

৪. কখনো আবার সূরা তূর পাঠ করতেন।[১০০]

৫. আর কখনো সূরা মুরসালাত পাঠ করেন। ইহা তাঁর জীবনের শেষ সালাতে পাঠ করেন।[১০১]

৬. আর কখনো লম্বা দুইটি সূরা (আ'রাফ ও সঠিক মতে আন'য়াম)-এর আ'রাফ দুই রাকাতে পাঠ করেন।[১০২]

৯৫. আহদাম ও মুসলিম
৯৬. বুখারী তাও. হা:৭৭৬, মিশকাত হাএ. হা:৮২৮
৯৭. বুখারী ও মুসলিম
৯৮. ত্বয়ালিসী ও আহমাদ সহীহ সনদে
৯৯. ইবনে খুজাইমাহ:(১/১৬৬/২), ত্ববরানী ও মাকদেসী সহীহ সনদে
১০০. বুখারী তাও. হা:৭৬৫ ও মুসলিম
১০১. বুখারী তাও. হা:৭৬৩ ও মুসলিম

৭. আবার কখনো তিনি ﷺ দুই রাকাতে সূরা আনফাল পাঠ করেছেন।[১০৩]

(ঙ) এশায়ঃ

১. প্রথম দুই রাকাতে তিনি ﷺ আওসাতে মুফাসসাল থেকে পাঠ করতেন।[১০৪] কখনো সূরা শামস ও অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন।[১০৫]

২. কখনো সূরা ইনশিকাক পড়েন এবং সেজদা করেন।[১০৬]

৩. একবার তিনি ﷺ সফরে প্রথম রাকাতে সূরা ত্বীন পাঠ করেন।[১০৭]

৪. তিনি ﷺ মু'য়ায ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে এশা সালাতে কেরাত লম্বা করতে নিষেধ করে বলেনঃ এতে সূরা শামস, আ'লা, 'আলাক, লাইল পাঠ করবে। কারণ, তোমার পেছনে ছোট, বয়স্ক, সবল, দুর্বল এবং প্রয়োজন আছে এমন ব্যক্তিরা থাকে।[১০৮]

(চ) জুমাতেঃ

১. কখনো তিনি ﷺ জুমার সালাতের প্রথম রাকাতে সূরা জুমু'আহ ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা মুনাফিকূন পাঠ করতেন। আর কখনো মুনাফিকূনের পরিবর্তে সূরা গাশিয়াহ পাঠ করতেন।[১০৯]

২. আর কখনো প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা গাশিয়াহ পাঠ করতেন।[১১০]

---

১০২. বুখারী, আবু দাউদ, ইবনে খুজাইমাহঃ(১/৬৮/১) ও আহমাদ, সিরাজ ও মুখলিস
১০৩. ত্বরানী মু'জামুল কাবীরে সহীহ সনদে
১০৪. নাসাঈ ও আহমাদ সহীহ সনদে
১০৫. আহমাদ ও তিরমিযী-হাসান বলেছেন
১০৬. বুখারী তাও. হা৭৬৬, মুসলিম ও নাসাঈ
১০৭. বুখারী তাও. হাঃ৭৬৭, মুসলিম ও নাসাঈ
১০৮. বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ এবং এরওয়াউল গালীল-হাঃ ২৯৫
১০৯. মুসলিম ও আবু দাউদ, ইরওয়াউল গালীল-আলবানীঃ হাঃ ৩৪৫
১১০. মুসলিম ও আবু দাউদ

২. নফল সালাতেঃ

(ক) সুনানে রাতেবা সালাতঃ

ফরজ সালাতের আগে ও পরের সুন্নতগুলোকে সুনানে রাতেবা বলে।

১. ফজরের সুন্নতেঃ

নবী ﷺ প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। আর কখনো প্রথম রাকাতে সূরা বাকারার ১৩৬ নং আয়াত ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা আল-ইমরানের ৬৪ নং আয়াত পাঠ করতেন।[১১১]

এ ছাড়া কখনো ৬৪ নং আয়াতের পরিবর্তে ৫২ নং আয়াত পাঠ করতেন।[১১২]

২. মাগরিবের সুন্নতেঃ

মাগরিবের সুন্নতে তিনি ﷺ প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরূন ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়তেন।

নোটঃ বাকি সুন্নত সালাতে নির্দিষ্ট কোন সূরা পড়ার ব্যাপারে বিশুদ্ধ হাদীস উল্লেখ হয়নি।

➢ (খ) তাহাজ্জুদ ও রাতের সালাতেঃ

১. রাতের সালাতে তিনি ﷺ কখনো জোরে আর কখনো নিরবে কেরাত করতেন।[১১৩]

২. কখনো লম্বা আর কখনো ছোট কেরাত করতেন। এ ছাড়া কখনো বেশি দীর্ঘ করতেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) বলেনঃ এক দিন নবী ﷺ এর সাথে রাতের সালাত আদায় করি। তিনি ﷺ এত বেশি দীর্ঘ করেন যে, আমি খারাপ কিছু

---

১১১. মুসলিম, ইবনে খুজাইমাহ ও হাকেম
১১২. মুসলিম ও আবু দাউদ
১১৩. নাসাঈ সহীহ সনদে

ভাবতে ছিলাম। বলা হলো: কি খারাপ ভাবতে ছিলেন? তিনি বলেন, নবী ﷺ এর সাথে সালাত আদায় করা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ার ইচ্ছা পোষণ করি।[১১৪]

৩. হুযাইফা ইবনে ইয়ামেন বলেন, এক রাতে নবী ﷺ এর সাথে সালাত পড়ি। তিনি সূরা বাকারা দ্বারা আরম্ভ করেন। ভাবতে ছিলাম একশ আয়াতে রুকু করবেন। কিন্তু চলতেই থাকেন। এরপর ভাবতে ছিলাম বুঝি দুইশ আয়াতে রুকু করবেন। তার পরেও তিনি চলতেই থাকেন। মনে করি সূরা বাকারার শেষে রুকু করবেন। অত:পর তিনি সূরা নিসা শুরু করেন এবং এরপর সূরা আল-ইমরান আরম্ভ করেন ও পাঠ করেন। তিনি একটি একটি করে আয়াত ও ধীরে ধীরে পাঠ করেন। তসবীর আয়াত অতিক্রম করলে সুবহানল্লাহ পাঠ করেন। আর কোন চাওয়ার আয়াত অতিক্রম করলে চান এবং আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত হলে আ'য়ূযু বিল্লাহ পাঠ করেন। এরপর রুকু করেন------।[১১৫]

৪. এ ছাড়া তিনি ﷺ এক রাতে প্রথম সাতটি (বাকারা, আল-ইমরান, নিসা, মায়েদাহ, আন'আম, আ'রাফ ও তাওবাহ) লম্বা সূরা পাঠ করেন।[১১৬]

৫. আর কখনো প্রতি রাকাতে পূর্বের সূরাগুলো হতে একটি করে পাঠ করেছেন।[১১৭]

৬. নবী ﷺ এক রাতে সমস্ত কুরআন কখনো তেলাওয়াত করেননি।[১১৮]

৭. বরং তিন দিনের কমে খতম করেননি।[১১৯]

১১৪.বুখারী ও মুসলিম
১১৫.মুসলিম ও নাসাঈ
১১৬ আবু ইয়া'লা ও হাকেম, সহীহ বলেছেন ও ইমাম যাহাবী ঐক্যমত করেছেন
১১৭. আবু দাউদ, নাসাঈ সহীহ সনদে
১১৮. মুসলিম ও আবু দাউদ
১১৯. ইবনে সা'দ: ১/৩৭৬ ও আবুশ শাইখ আখলাকুন্নবীতে: ২৮১

৮. আর তিন দিনের কমে খতম করতে অনুমতিও দেননি।[১২০]

৯. বরং নিষেধ করেছেন।[১২১]

১০. কারণ তাতে কুরআন বুঝা যাবে না।[১২২]

১১.তিনি ﷺ বলেছেন: যে ব্যক্তি এক রাতে দুইশ আয়াত দ্বারা সালাত আদায় করবে, বিনয়ী ও একনিষ্ঠবানদের মধ্যে তার নাম লেখা হবে।[১২৩]

১২.তিনি ﷺ বলেন: যে ব্যক্তি এক রাতে একশ আয়াত দ্বারা সালাত পড়বে তার নাম গাফেল তথা অবহেলাকারীদের মধ্যে লেখা হবে না।[১২৪]

১৩.আর কখনো তিনি ﷺ প্রতি রাকাতে ৫০ বা এর অধিক আয়াত পরিমাণ পাঠ করতেন।[১২৫]

১৪. আর কখনো প্রতি রাকাতে সূরা মুজাম্মিল পরিমাণ সূরা পাঠ করতেন।[১২৬]

১৫. তিনি ﷺ সমস্ত রাত্রি ধরে সালাত আদায় করতেন এমটা খুবই কম। এক রাতে তিনি সমস্ত রাত্রি সালাত কায়েম করেন।[১২৭]

১৬.তিনি ﷺ পুরা রাত শুধুমাত্র একটি আয়াত দ্বারা ফজর পর্যন্ত কিয়াম করেন। তিনি সূরা তাওবার ১১৮ নং আয়তটি বারবার পড়তে থাকেন। এর দ্বারাই রুকু করেন ওর দ্বারাই সেজদা করেন এবং তা দ্বারাই দোয়া করেন।[১২৮]

১২০. বুখারী ও আহমাদ
১২১. দারেমী ও সাঈদ ইবনে মানসূর তাঁর সুনানে সহীহ সনদে
১২২. আহমাদ সহীহ সনদে
১২৩. দারেমী, হাকেম ও সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী ঐক্যমত পোষণ করেছেন
১২৪.দারেমী, হাকেম ও সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী ঐক্যমত পোষণ করেছেন
১২৫. বুখারী ও আবু দাউদ
১২৬. আহমাদ ও আবু দাউদ সহীহ সনদে
১২৭. নাসাঈ, আহমাদ, ত্বরানী (১/১৮৭/২) ও তিরমিযী-সহীহ বলেছেন
১২৮. নাসাঈ, ইবনে খুজাইমাহ: (১/৭০/১) আহমাদ, ইবনে নাসর, হাকেম ও সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী ঐক্যমত করেছেন

১৭. একজন মানুষ নবী ﷺ কে বলল, আমার প্রতিবেশী রাত্রির কিয়াম শুধুমাত্র সূরা ইখলাস দ্বারা করে। এ দ্বারা লোকটি যেন তা কম মনে করতে ছিল। নবী ﷺ বললেন: যাঁর হাতে আমার জীবন! নিশ্চয়ই এ সূরাটি সমস্ত কুরআনের এক তৃতীয়াংশ।[১২৯]

➢ বিতর সালাতেঃ

১. তিনি ﷺ প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরূন ও তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পাঠ করতেন।[১৩০]

২. আর কখনো কখনো তৃতীয় রাকাতে ইখলাসের সাথে সূরা ফালাক ও সূরা নাস মিলাতেন।[১৩১]

৩. আবার একবার বিতরের রাকাতে সূরা নিসা থেকে একশ আয়াত পাঠ করেন।[১৩২]

৪. আর বিতরের পরে দুই রাকাত সালাত নবী ﷺ পড়েছেন। [মুসলিম ও প্রমুখ] আর পড়ার জন্যও নির্দেশ করেছন।[১৩৩] এর প্রথম রাকাতে নবী ﷺ সূরা জিলজাল ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরূন পড়তেন।[১৩৪]

➢ ঈদের সালাতেঃ

১. নবী ﷺ ঈদের সালাতের প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা গাশিয়াহ।[১৩৫]

১২৯. আহমাদ ওবুখারী
১৩০. নাসাঈ ও হাকেম-সহীহ বলেছেন ও যাহাবী ঐক্যমত করেছেন
১৩১. তিরমিযী ও হাকেম-সহীহ বলেছেন ও যাহাবী ঐক্যমত হয়েছেন, শাইখ আলবানী সহীহ বলেছে
১৩২. নাসাঈ ও আহমাদ সহীহ সনদে
১৩৩. সিলসিলা সহীহা: হা: ১৯৯৩
১৩৪. আহমাদ, ইনবে নাসর, ত্বহাবী:(১/২০২) ইবনে খুজাইমাহ, ইবনে হিব্বান হাসান-সহীহ সনদে
১৩৫. মুসলিম ও আবু দাউদ

২. আর কখনো প্রথম রাকাতে সূরা ক্ব-ফ ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কামার পড়তেন।[১৩৬]

➢ এস্তেস্কার সালাতেঃ

ঈদের সালাতের ন্যায় দুই রাকাত সালাত। নবী ﷺ প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা শব্দ করে পড়তেন।[১৩৭] ফাতিহার পরে প্রতি রাকাতে যা সহজসাদ্ধ তা পাঠ করবে। আর প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা ও দ্বিতীয় রাকাতে সূরা গাশিয়াহ পাঠ করার হাদীস বিশুদ্ধ নয়।[১৩৮]

➢ সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের সালাতেঃ

নবী ﷺ প্রথম রাকাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর একটি লম্বা সূরা পাঠ করতেন। এরপর লম্বা রুকু করে আবারো দাঁড়িয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করে প্রথম বারের চেয়ে একটু ছোট সূরা পাঠ করতেন। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় রাকাতে করতেন তবে একটু লম্বা কম করতেন।[১৩৯]

➢ জানাজার সালাতেঃ

সুন্নত হলো: জানাজার সালাতে প্রথম তকবিরের পর (ছানা ব্যতীত আয়ূযু বিল্লাাহি ও বিসমিল্লাাহসহ) নি:শব্দে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে।[১৪০] অত:পর একটি সূরা মিলাবে।[১৪১] আর মানুষকে শিখানোর উদ্দেশ্যে শব্দ করেও পড়া জায়েজ রয়েছে।[১৪২]

১৩৬. মুসলিম ও আবু দাউদ
১৩৭. বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী
১৩৮. তামামুল মিন্নাহ-আলবানী:১/২৬৪
১৩৯. বুখারী ও মুসলিম
১৪০. নাসাঈ ও তুহাবী সহীহ সনদে
১৪১. বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে জারূদ
১৪২. বুখারী ও প্রমুখ

কুরআন কারীম পড়ার কিছু আদব

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ অনেক আদব রয়েছে তন্মধ্যে:

১. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তেলাওয়াত করা।
২. কুরআনকে পবিত্র অবস্থায় পড়াই উত্তম। আর পবিত্রতা ছাড়া স্পর্শ না করা।
৩. সম্ভবপর কেবলামুখী হয়ে তেলাওয়াত করা।
৪. শরীর ও কাপড় পরিস্কার হওয়া ও পবিত্র স্থানে তেলাওয়াত করা।
৫. মেসওয়াক করে [বিশেষভাবে ঘুম থেকে উঠার পর] কুরআন তেলাওয়াত করা।
৬. ভয়-ভীতি সহকারে, প্রশান্ত চিত্তে ও গাম্ভীর্যতার সাথে তেলাওয়াত করা।
৭. পড়ার সময় হাসাহাসি ও খেলাধুলা এবং অনর্থক কাজ না করা।
৮. সূরা তাওবা ছাড়া সকল সূরার শুরুতে আ'ঊযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ বলে পড়া আরম্ভ করা।
৯. যে সকল আয়াতে ওয়াদা ও শাস্তির কথা রয়েছে তাদ্বারা প্রভাবিত হওয়া।
১০. রহমতের আয়াত পড়ার সময় আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া চাওয়া ও আজাবের আয়াতের সময় তা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা।
১১. তসবিহ্ পাঠের আয়াত হলে তসবিহ্ পাঠ করা, কোন কিছু চাওয়ার আয়াত হলে চাওয়া এবং আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত হলে আশ্রয় প্রার্থনা করা।
১২. তারতীল তথা তাজবীদ সহকারে বিশুদ্ধ করে সুস্পষ্টভাবে তেলাওয়াত করা এবং দ্রুত পাঠ না করা।
১৩. হাই উঠার সময় তেলাওয়াত বন্ধ করা।

১৪. ঝোঁকে ঝোঁকে কুরআর পাঠ না করা।
১৫. দুনিয়াবি কথা-বার্তা দ্বারা তেলাওয়াত বন্ধ না করা।
১৬. সেজদার আয়াতের স্থানে নামাজের সেজদার দোয়া দ্বারা একটি সেজদা করা। সেজদা করা সুন্নতে মুওয়াক্কাদা ওয়াজিব নয়।
১৭. তেলাওয়াতের সময় গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনাসহ তেলাওয়াত করা।
১৮. রুকু, সেজদা, পেশাব-পায়খানা ও তন্দ্রাবস্থায় তেলাওয়াত না করা। তবে সঠিক মতে কুরআনের যেসব আয়াত দোয়া তা সেজদাতে দোয়া হিসাবে পড়া জায়েজ রয়েছে।
১৯. তেলাওয়াত অবস্থায় মুসলমানদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে পড়া বন্ধ করে তাঁদেরকে সালাম দেওয়া। আর কেউ সালাম দিলে বন্ধ করে সালামের উত্তর দেওয়া।
২০. আজান শুনলে আজানের উত্তর দেওয়ার জন্য পড়া বন্ধ করে উত্তর দেওয়া।
২১. সঠিক অর্থ জেনে তার প্রতি আমল করা এবং অন্যদেরকে আমল করার জন্য আহ্বান করা।
২২. কোন আয়াত বা সূরা কিংবা আবজাদি নম্বর করে তাবিজ-কবচ ব্যবহার না করা।
২৩. কুরআন তারতীল তথা একটি একটি করে আয়াত পড়া। আর কবিতা আবৃতি করার মত বা অতি দ্রুত না পড়া।[১৪৩]
২৪. কুরআন মিষ্টি সুরে ও সুললিত কণ্ঠে পাঠ করা।[১৪৪]
২৫. কুরআন মুখস্থ করার পর ভুলে গেলে 'ভুলে গেছি' না বলা। বরং 'ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে' বা 'শয়তান ভুলিয়ে দিয়েছে' বলা।
২৬. কুরআনের নিয়মিত পুনরাবৃত্তি করা। কারণ উট তার বন্ধন থেকে যেমন দ্রুত ভেগে যায় তার চেয়ে অধিক দ্রুত মানুষের

---

১৪৩. আবু দাউদ ও আহমাদ, সনদ সহীহ
১৪৪. আবু দাউদ, দারেমী ও হাকেম

সিনা থেকে কুরআন চলে যায়।[১৪৫] আর মুখস্থ করার পর ভুলে গেলে কিয়ামতে কুষ্টরোগী হয়ে উঠবে। [আহমাদ] এ হাদীস সহীহ নয়। তবে মুখস্থ রাখার জন্য অবশ্যই সর্বদা চেষ্টা করা।

২৭. তিন দিনের কম সময়ে কুরআনের খতম না দেয়া। কারণ এরচেয়ে কম সময়ে পড়লে কিছুই বুঝবে না।[১৪৬]

২৮. তবে উত্তম সময় যেমন রমজানে বা উত্তম স্থানে যেমন মক্কাতে বা মদিনাতে এর কম সময়ে খতম দেওয়া জায়েজ রয়েছে। যারা কুরআনের হাফেজ তাদেরকে প্রতি তিন দিনে এক খতম দেওয়া উত্তম। আর সম্ভব না হলে প্রতি সাত দিনে এক খতম দেওয়া। তাও সম্ভব না হলে প্রতি দশ দিনে এক খতম দেওয়া।

২৯. কুরআন বুঝার চেষ্টা করা ও তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা।

৩০. কুরআন পড়ার সময় বেশি আওয়াজ না করা। কারণ এতে অন্যের পড়ার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।[১৪৭]

৩১. কুরআন ধারাবাহিকভাবে পড়াই উত্তম। চাই তা সালাতে হোক বা সালাতের বাইরে হোক। আর সালাতে ক্রমানুসারে পড়া ওয়াজিব এবং ভুল করলে সাহু সেজদা দিতে হবে মনে করা সঠিক নয়। কারণ নবী ﷺ ও সাহাবাদের থেকে ক্রমানুসারে ছাড়াও পড়া সহীহ হাদীস দ্বারা সুসাব্যস্ত।

১৪৫. দারেমী ও আহমাদ, সনদ সহীহ

১৪৬. বুখারী ও আহমাদ

১৪৭. মালেক ও বুখারী-আফ'আলুল 'ইবাদ কিতাবে, সনদ সহীহ

কুরআন কেন্দ্রীক কিছু বিদাত

১. কুরআন পড়ার জন্য হাফেজ বা কারীদের ভাড়া করে খতম দেওয়া। আর কুরআন খতম দিয়ে টাকা নেওয়া ও দেওয়া উভয়টা হারাম। এ ছাড়া এভাবে খতমে পাঠকারী ও যার জন্য পাঠ করানো হয় কেউ সওয়াব পাবে না।

২. কুরআন খতম দিয়ে মৃত্যুদের নামে তার সওয়াব বখশানো বিদাত। সঠিক মতে এর দ্বারা মৃত্যুদের কোন উপকার হবে না।

৩. রুজিতে বরকত বা বিপদ দূর করার উদ্দেশ্যে কুরআন খতম দিয়ে যৌথভাবে দোয়া করা বিদাত।

৪. ইসলামিক অনুষ্ঠান উদ্বোধনের সময় কুরআন তেলাওয়াত দ্বারা আরম্ভ করা। এ ছাড়া অইসলামিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন কুরআন দ্বারা করা চরম বেআদবী। কিন্তু যদি অনুষ্ঠান পরিচালক যে বিষয়ে আলোচনা হবে সে বিষয়ের কোন আয়াত মাঝে-মধ্যে পাঠ করেন তবে জায়েজ।

৫. কুআনের আয়াত দ্বারা তাবিজ-কবচ করে শরীরে বা গাড়ি কিংবা বাড়ী ও দোকান-পাটে ঝুলানো শিরক। আর কুরআনের আয়াত বা সূরাকে আবজাদী নাম্বারিং করে তাবিজ বানানো শাব্দিক ও অর্থগত তাহরীফ (পরিবর্তন) যা কুফুরি পর্যায়ের পাপ।

৬. কুরআনের সূরা বা আয়াত বোর্ড বা কার্ডে লিখে বাড়ী কিংবা দোকান-পাটে সৌন্দর্য বা কল্যাণ বয়ে আনবে অথবা অকল্যাণ দূর করবে এ উদ্দেশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হারাম। অনুরূপ মসজিদের দরজায় বা মেহরাবের উপরে লেখা রাখাও বিদাত।

৭. কোন সূরা বা আয়াতকে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে নিজের পক্ষ থেকে কোন সংখ্যা বা স্থান বা সময় নির্দিষ্ট করে পাঠ করা বিদাত।

৮. কুরআনকে ফরজ সালাতে খতম দেওয়া সাব্যস্ত নেই। তবে সুন্নত সালাতে খতম দেওয়া জায়েজ রয়েছে। যেমনঃ তারাবির সালাত বা তাহাজ্জুদ সালাতে।

৯. একই সাথে একাধিক কেরাত দ্বারা কুরআন পাঠ করা ঠিক না।

১০. কুরআনকে চুমা দেওয়া ও চোখে-মুখে মাখা বিদাত।

১১. কুরআনকে অলঙ্কারে বা অন্য কিছু বানিয়ে গলায় পরা হারাম।

১২. কুরআনের কিছু সূরাকে "মুনজিয়াত" (নাজাত দানকারী) সূরা নামকরণ ও তার বিশেষ ফজিলত নির্দিষ্টকরণ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

১৩. কুরআন তেলাওয়াতের সেজদার পরিবর্তে কয়েকবার লাা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়া বিদাত।

১৪. শপথকে তাকিদ করার জন্য কুরআন স্পর্শ করে কসম করা বা সপথ দেওয়া হারাম।

১৫. সূরা আসর পড়ে কোন মজলিস শেষ করা বিদাত।

১৬. সূরা যুহা হতে সূরা নাস পর্যন্ত প্রতি দুইটি সূরার মাঝে তাকবীর পড়া বিদাত।

১৭. কুরআন পড়া শেষে "স্বদাকাল্লাহুল আযীম" পড়া বিদাত।

১৮. কুরআন পড়ার সময় কানে হাত রেখে, গলার রগ ফুলিয়ে, গলা কাঁপিয়ে ও চোখ বন্ধ করে তেলাওয়াত করা বিদাত।

১৯. ফরজ সালাতের পর আয়াতুল কুরসী ও মু'য়াওবেযাত সূরাগুলো উঁচু শব্দে ও যৌথ কণ্ঠে পড়া বিদাত।

২০. ফজর সালাতের পর সূরা হাশরের শেষের আয়াতগুলো বিশেষ নিয়মে সবাই মিলে পাঠ করা বিদাত এবং এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস অতি দুর্বল।

২১. আয়াতুল কুরসী ও মু'য়াওবেযাত সূরাগুলো পড়ে দাগ কেটে কোন স্থান বা বাড়ী বন্ধ করা বিদাত।

২২. জুমার দিন সূরা কাহাফ পড়া স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে ফজরের সালাতে সূরা কাহাফের কিছু অংশ পাঠ করা বিদাত।

২৩. বিবাহের সময় সূরা ফাতিহা পাঠ করা বিদাত।

২৪. মৃত্যু সয্যা অবস্থায় বা মৃত্যুর পরে কুরআন পড়া বা পড়ানো বিদাত।

২৫. অসুস্থ বা মৃতু ব্যক্তির মাথার নিকট কুরআন মাজীদ রাখা বিদাত।

২৬. কবরের পার্শ্বে বা কবরস্থানে কুরআন পড়া বা পড়ানো বিদাত।

২৭. মায়্যেতকে দাফনের সময় কুরআন পড়া বা পড়ানো বিদাত।

২৮. কোন হারানো বস্তু পাওয়ার উদ্দেশ্যে "ইন্নাহূ 'আলাা রাজ'িয়হী লাক্ব-দীর" আয়াত একশবার পাঠ করা বিদাত।

২৯. বিশেষ সূরা বা আয়াত কোন বোর্ডে বা কাগজে লিখে তা পানি বা জাফরান দ্বারা ধৌত করে বরকত কিংবা জ্ঞানার্জন অথবা সম্পদ বা সুস্থতার জন্য পান করা বিদাত।

৩০. ঘুমের সময় প্রশারি জন্য মাথার নিকট কুরআন মাজীদ রাখা বিদাত।

৩১. কুরআন খতমকে কেন্দ্র করে অলিমা বা অনুষ্ঠান করা কিংবা ইমাম সাহেব দ্বারা দোয়া পড়ানো ও সওয়াব বখশানো সবই বিদাত।

৩২. সালাম শব্দ যত আয়াতে আছে সেগুলোকে পড়ে পড়ে জিকির করা বিদাত।

৩৩. কুরআনের সব সেজদার আয়াতগুলো পড়ে পড়ে সেজদা করা বিদাত।

৩৪. কবর জিয়ারতের সময় বিশেষ সূরা বা আয়াত পড়ে তার পর একাকী বা যৌথভাবে দোয়া করা বিদাত।

যেসব সূরা ও আয়াতের ফজিলত প্রমাণিত না

➢ সূরা ইয়াসীনঃ

১. আদম (আলাইহিস্ সালাম) এর সৃষ্টির ২০০০ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ এ সূরা ও সূরা ত্বহা পাঠ করেন-----। [দুর্বল-সিলসিলা য'য়ীফাহ-আলবানী: হা: ১২৪৮]

২. কবরস্থানে প্রবেশ করে এ সূরা পাঠ করলে সেদিন কবরবাসীর আজাব হালকা করে দেওয়া হয়। [হাদীসটি জাল, সিলসিলা য'য়ীফাহ-আলবানী: হা: ১২৪৬]

৩. এ সূরা কুরআনের হার্ট। [হাদীসটি জাল, য'য়ীফুত্তারগীব ওয়াত্তারহাবী-আলবানী: হা: ৮৮৫]

৪. এ সূরা যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পাঠ করবে আল্লাহ তার পূর্বের পাপরাজি ক্ষমা করে দিবেন। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল জামে'-আলবানী, হা:৫৭৮৫]

৫. যে ব্যক্তি জুমার রাতে এ সূরা পড়বে তাকে ক্ষমা করা হবে। [হাদীসটি অধিক দুর্বল, য'য়ীফুত্তারগীব ওয়াত্তারহাবী-আলবানী: হা: ৪৫০]

৬. যে ব্যক্তি কোন রাতে এ সূরা পাঠ করবে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে প্রভাত করবে। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুত্তারগীব ওয়াত্তারহাবী-আলবানী:১/২৪৫]

৭. যে দিনের শুরুতে এ সূরা পাঠ করবে তার সমস্ড় প্রয়োজন মিটে যাবে। [হাদীসটি দুর্বল,মেশকাতুল মাসাবীহ-আলবানী: হা: ২১১৮]

৮. যে ব্যক্তি জুমার দিন বাবা-মার কবর জিয়ারত করে সেখানে সূরা ইয়াসীন পাঠ করবে তার জন্য প্রতিটি শব্দ বা অক্ষর পরিমাণ মাফ করে দেওয়া হবে। [হাদীসটি জাল, সিলসিলা য'য়ীফা-আলবানী: হা: ৫০]

৯. মায়্যেতের পাশে এ সূরা পাঠ করলে মৃত্যু সহজ হয়ে যাবে। [হাদীসটি জাল, সিলসিলা য'য়ীফা-আলবানী: হা: ৫২১৯]

১০. তোমাদের মায়্যেতের প্রতি সূরা ইয়াসীন পাঠ কর। [হাদীসটি দুর্বল, ইরওয়াউল গালীল-আলবানী হা: ৬৮৮]

১১. এ সূরাটি একবার পাঠ করলে দশ খতমের সওয়াব হবে। [হাদীসটি জাল, য'য়ীফুল জামে'-আলবানী: হা: ৫৭৮৬]

➢ সূরা দুখানঃ

১. জুমার রাতে যে সূরা দুখান পাঠ করবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। [অতি দুর্বল, সিলসিলা য'য়ীফা-আলবানী হা: ৪৬৩২]

২. যে সূরা দুখান রাতে পাঠ করবে সারা দিন তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা ক্ষমা চেয়ে দোয়া করবেন। [হাদীসটি জাল, য'য়ীফুত্তারগীব ওয়াত্তারহাবী-আলবানী: হা:৯৭৮]

৩. যে ব্যক্তি এ সূরাটি দ্বারা রাতের সালাত আদায় করে সারা রাত তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা ক্ষমা চেয়ে দোয়া করতে থাকেন। [হাদীসটি জাল, য'য়ীফুত্তারগীব ওয়াত্তারহাবী-আলবানী: হা:৪৪৮]

৪. যে সূরা হা-মীম দুখান জুমার রাতে বা দিনে পড়বে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানানো হবে। [হাদীসটি অধিক দুর্বল, য'য়ীফুত্তারগীব ওয়াত্তারহাবী-আলবানী: হা:৪৪৯]

৫. যে ব্যক্তি জুমার দিনের রাতে সূরা দুখান পাঠ করবে সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে সকাল করবে। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুত্তারগীব ওয়াত্তারহাবী-আলবানী: হা:৯৭৮]

সূরা গাফির (মুমিন)

১. যে ব্যক্তি পুরা সূরা দুখান ও সূরা হা-মীম গাফির-এর প্রথম হতে "ওয়া ইলাইহিল মাস্বীর" পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী সকাল-বিকাল পড়বে সে হেফাজতে থাকবে। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুত্তারগীব ওয়াত্তারহাবী-আলবানী: হা:৯৭৮]

➢ সূরা হাশরঃ

১. যে ব্যক্তি 'আ'ঊযু বিল্লাাহিস সামীি'য়িল 'আলীম, মিনাশশায়ত্ব-নির রজীম' তিনবার বলে সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত সকালে পাঠ করবে তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে। যাঁরা তার জন্য সন্ধা পর্যন্ড় রহমতের দোয়া করতে থাকবে--------। হাদীসটি অতি দুর্বল, য'য়ীফুল যামে'-আলবানী: হা:৫৭৩২]

২. যে ব্যক্তি রাতে বা দিনে সূরা হাশরের শেষের আয়াতগুলো পাঠ করবে সে দিনে বা রাতে মারা গেলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল যামে'-আলবানী: হা:৫৭৭০]

৩. সূরা হাশরের শেষের ৬টি আয়াতে আল্লাহর ইসমে আ'যম রয়েছে। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল যামে'-আলবানী: হা:৮৫৩]

৪. ঘুমানোর সময় সূরা হাশর পড়ে মারা গেলে শহীদের মৃত্যু হবে। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল যামে'-আলবানী: হা:৩০৫]

➢ সূরা রহমানঃ

প্রতিটি জিনিসের নববধু রয়েছে আর কুরআনের নববধু হলো সূরা রহমান। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল যামে'-আলবানী: হা:৪৭২৯]

➢ সূরা ওয়াক্বিয়াহঃ

১. তোমাদের নারীদের সূরা ওয়াক্বিয়া শিক্ষা দাও। কারণ, ইহা অভাবমুক্ত হওয়ার সূরা। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল যামে'-আলবানী: হা:৩৭৩০]

২. যে ব্যক্তি এ সূরা পাঠ করবে ও শিখাবে তার নাম গাফেলদের মধ্যে লেখা হবে না এবং সে ও তার পরিবার কখনো অভাবী হবে না। [হাদীসটি জাল, সিলসিলা য'য়ীফা-আলবানী: হা:২৯১]

৩. যে ব্যক্তি এ সূরা প্রতি রাতে পাঠ করবে তাকে কখনো অভাব স্পর্শ করবে না। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল যামে'-আলবানী: হা:৫৭৭৩]

➢ সূরা জিলজালঃ

এ সূরাটি কুরআনের অর্ধেক। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুল যামে'-আলবানী: হা: ৮৮৯]

➢ সূরা ইনশিরাহ ও সূরা ফীলঃ

যে ব্যক্তি ফজরের নামাজে সূরা ইনশিরাহ ও সূরা ফীল পাঠ করবে তার চক্ষুপ্রদাহ হবে না। [হাদীসটি ভিত্তিহীন, সিলসিলা য'য়ীফা-আলবানী: হা:৬৭]

➢ সূরা ক্বদরঃ

ওযুর পরে সূরা ক্বদর একবার পড়লে সিদ্দীক (মহাসত্যবাদী) হবে। আর যে দুইবার পড়বে শহীদদের দফতরে নাম লেখা হবে। আর যে তিনবার পড়বে আল্লাহ তাকে নবীদের সাথে হাশর করবেন। [হাদীসটি দুর্বল, সিলসিলা সহীহা-আলবানী, হা: নং ১৪৪৯]

➢ সূরা নাসরঃ

সূরা নাসর কুরআনের এক চতুর্থাংশ। [হাদীসটি দুর্বল, য'য়ীফুত্তারগীব ওয়াত্তারহাবী-আলবানী: হা:৮৯০]

➢ সূরা মুনজিয়াতঃ

সাতটি বা আটটি সূরাকে মুনজিয়াত (নাজাত দানকারী) সূরা বলা হয়ে থাকে। সূরাগুলো হলো: সূরা কাহাফ, ইয়াসীন, সেজদাহ, হা-মীম সেজদাহ, দুখান, ওয়াকিয়াহ, হাশর ও মুলক। এ সকল সূরার বিশেষ নাম, ফজিলত ও খতম পড়ার বাজারে বই-পত্র পাওয়া যায়। **এ সবই ভিত্তিহীন**।

সমাপ্ত

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

আমাদের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

ক্রমিক নং	বইয়ের নাম	লেখক/ সম্পাদক	মূল্য
০১	তাজবীদসহ সহজ পদ্ধতিতে কুরআন শিক্ষার **মুহাম্মাদী কায়দা** ও ১২১ টি দু'আ	সম্পাদনায়: আব্দুল খালেক সালাফী	৩০
০২	**জ্বিন ও শয়তান জগৎ**	-আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	১২৫
০৩	**ফিরিশ্‌তা জগৎ**	-অনুবাদ ও সম্পাদনায়: আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৫০
০৪	**"মুখতাসার যাদুল মা'আদ"** মূল: ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযী	-অনুবাদ: আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	২৫৫
০৫	**"অনুদিত সহীহ ফিকহুস সুন্নাহ" (১,২, ৩ খণ্ড)** আধুনিক ফিক্বহী পর্যালোচনায়	নাসিরুদ্দীন আলবানী, আব্দুল্লাহ বিন বায, মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমীন	২৬০ ৩০০ ২০০
০৬	**হাদীসের সম্ভার**	-আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৭০০
০৭	**ইসলামী জীবন ধ**	-আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৬০
০৮	"সলাত পরিত্যাগ কারীর বিধান" মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমী	-অনুবাদ ও সম্পাদনায়: শায়খ মতিউর রহমান মাদানী	১৫
০৯	**ডা. জাকির নায়েকের লেকচারে সালাতুন নাবী ও বিধান সূচী**	সম্পা: আব্দুল খালেক সালাফী	৪০
১০	ডা. জাকির নায়েকের লেকচারে **মাযহাব প্রসঙ্গ,**	সম্পাদনায়: আব্দুল খালেক সালাফী	৪০
১১	অযাহাক্বাল বাতিল	-আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৬০
১২	ছোটদের ছোট গল্প	-আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৩০
১৩	মরণকে স্মরণ	-আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	৫৫
১৪	ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞান	-আব্দুল হামীদ ফাইযী আল মাদানী	
১৫	কারবালার প্রকৃত ঘটনা?	-আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	১৭
১৬	হে আমার মেয়ে	-আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	৫
১৭	**তোমরা অশ্লীলতার কাছেও যেয়োনা**	-আবদুল্লাহ শাহেদ আল মাদানী	৬০
১৮	কুফরী ফতোয়া ও তার কুপ্রভাব	-আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল	৫৫
১৯	ফাযায়িলে কুরআন ও আমল	-আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল	২৮
২০	**কুরআন শিক্ষার সহজ পদ্ধতি**	-আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল	৮০
২১	**নবী-রসূলগণের দা'ওয়াতের পদ্ধতি**	-আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল	
২২	শর্টকাট টেকনিক সমৃদ্ধ **ম্যাথ টিউটর**	-মাক্বছুদুর রহমান	৬০

বি.দ্র. পার্সেলের মাধ্যমে বই পাঠানোর সুব্যবস্থা রয়েছে।

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী

এখানে ক্বাওমী, আলিয়া ও কুরআন-সহীহ হাদীসের আলোকে রচিত সকল ধর্মীয় বইসমূহ পাইকারী ও খুচরা মূল্যে পাওয়া যায়।

এ ছাড়াও বিখ্যাত ক্বারীদের কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামী গান ও সঠিক আক্বীদা পোষণকারী আলোচকদের বক্তৃতা **ডাউনলোড দেওয়া হয়।** সিডি, ডিভিডি ও মেমোরী কার্ড বিক্রয় করা হয়।

প্রাপ্তিস্থান

ওয়াহীদিয়া ইসলামিয়া লাইব্রেরী, রাণীবাজার, রাজশাহী, ০১৭৩০৯৩৪৩২৫	
তাওহীদ পাবলিকেশন্স,বংশাল, ঢাকা। ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬	আহলে হাদীস লাইব্রেরী, বংশাল, ঢাকা। ০১১৯১-৬৮৬১৪০
হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী, বংশাল, ঢাকা।০১৯১৫-৭০৬৩২৩	ইলমা প্রকাশনী, সুরিটোলা, ঢাকা। ০১৮৫৫৫৬৬৬২৫
সালাফি লাইব্রেরী, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, বাংলাবাজার, ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭	আতিফা পাবলিকেশন্স,বাংলাবাজার, ঢাকা। ০১৭৪৫-৬৩৯৫৮৮
মাসিক আত-তাহরীক অফিস, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯	আছ-ছিরাত প্রকাশনী, নওদাপাড়া, রাজশাহী। ০১৭৩০-৬৩৩৪০৩
হামিদিয়ালাইব্রেরী,রেলগেট,ছাতাপট্টি, বগুড়া ০১৭১১-২৩৫২৫৮	যায়েদ লাইব্রেরী, সিক্কাটুলী লেন, ঢাকা। ০১১৯৮-১৮০৬১৫
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বানেশ্বর কলেজ মসজিদ ০১৭৩৯১০৩৫৫৪	আব্দুল্লাহ লাইব্রেরী দিঘির হাট, সাপাহার, নওগাঁ ০১৭৪৮-৯২২৭৯৬
দারুসা আত-তাওহীদ পাঠাগার, দারুসা বাজার, রাজশাহী ০১৭২৭-	বালিজুড়ি কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস মসজিদ, মাদারগঞ্জ, জামালপুর। ০১৭২০-৩৯১৪০২
যুবসংঘ লাইব্রেরী, হাট গাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী। ০১৭৪০-৩৮৩৯০৪	চরবাগডাঙ্গা ইসলামী পাঠাগার চাঁপাই নবাবগঞ্জ
ইসলামিয়া লাইব্রেরী, বোনার পাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা। ০১৭২৫-৬৩৮৬০৮	আদর্শ বই বিতান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ। ০১৭২৪-৪৬৩৭১৩
আল-ফুরকান লাইব্রেরী, বনগাঁও, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও, ০১৭৩৩-৬৬৬৯৩৪	কুরআন-সুন্নাহ্ রিসার্চ সেন্টার, সিলেট ০১৭৪৩-৯৪২৭৪৫, ০১৯৬৭-৪২০৫৩২
আনন্দ বুক স্টল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ। ০১৭১২-৫৩৮৮৩৮	সরোবর লাইব্রেরী, মডার্ণ মোড়, দিনাজপুর। ০১৭১৭-০১৭৬৪৫
মোঃ আবু দাউদ, কক্সবাজার ০১১৯৯-৪৯৬৪৬৯	মাদীনা লাইব্রেরী, রানীবন্দর, দিনাজপুর, ০১৭২৩৮৯০৯১২

এছাড়াও দেশের অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে পাওয়া যাচ্ছে।

বিশেষ আকর্ষণ!

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী রচিত ও অনুদিত রিয়াযুস স্বালেহীন ও ফাযায়েল-রাযায়েলসহ প্রায় তাঁর শতাধিক গ্রন্থে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ হাদীসগুলোর **বিষয়ভিত্তিক সহীহ হাদীস সংকলন**

(প্রায় চার হাজার হাদীসের সমাহার)

“হাদীস সম্ভার”